পাক্ষিক

আহমদী

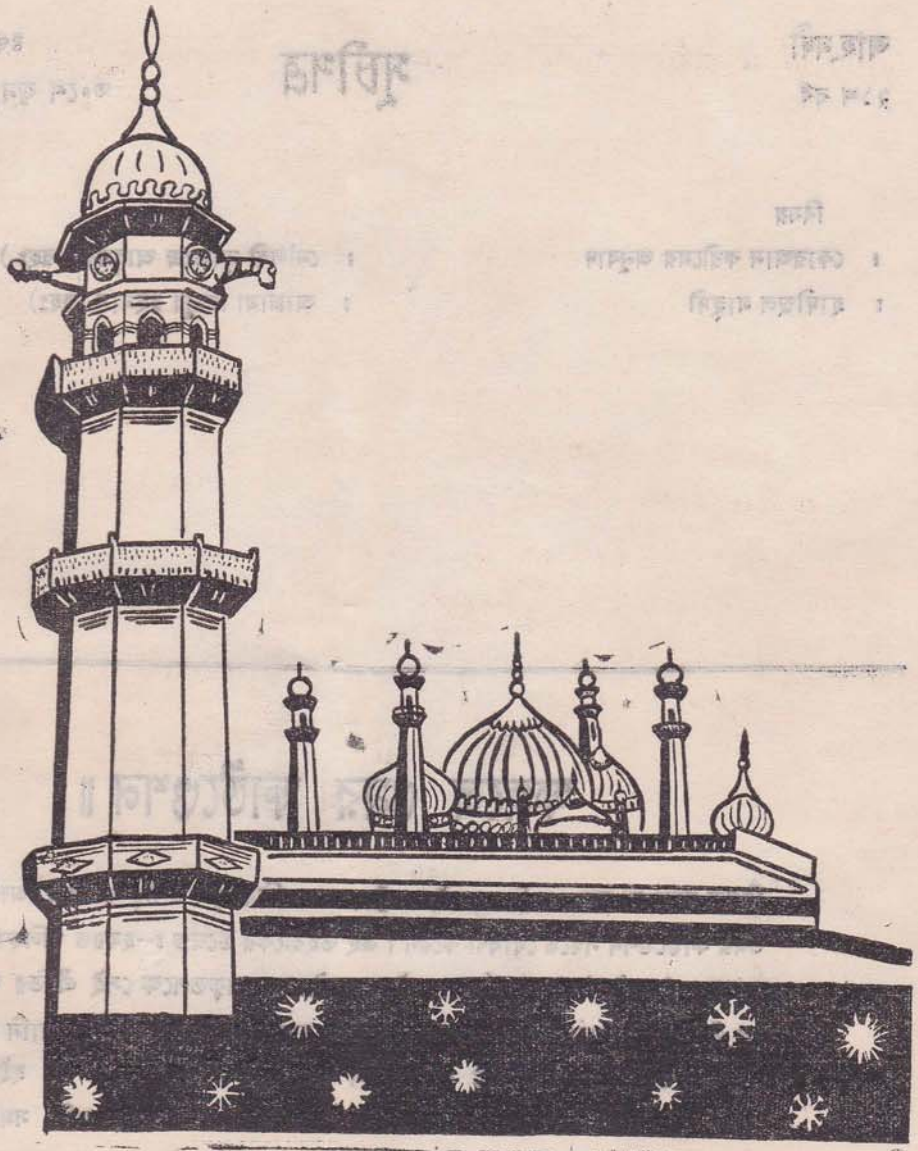

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আন্ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা	৪র্থ সংখ্যা	বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা	৩০শে জুন, ১৯৬৭	অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২১শ বর্ষ

সূচীপত্র

৪র্থ সংখ্যা
৩০শে জুন, ১৯৬৭ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	॥ ৮৯
॥ হাদীসুল মাহ্‌দী	॥ আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)	॥ ৯১

ফজলে ওমর ফাউণ্ডেশন ॥

বিগত সালানা জলসায় [১৯৬৫ ইসাব্দ] হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন সম্বন্ধে ঘোষণা করেন। এই তহরীকের উদ্দেশ্য ঃ--হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) বলেন, "ফজলে উমর ফাউণ্ডেশন প্রকৃতপক্ষে সেই প্রীতির অভিব্যক্তি, যে প্রীতি আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগের হৃদয়ে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানি মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-এর জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই প্রীতি এজন্য সৃষ্টি হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-কে জামায়াতের প্রতি সমষ্টিগতভাবে এবং লক্ষ লক্ষ আহ্‌মদীগণের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অগণিত উপকার ও এহ্‌সান করিবার তৌফিক প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব খোদাতায়ালার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এবং যে মহব্বত ঐ পবিত্র মহাপুরুষের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে বিদ্যমান সেই মহব্বতের চিহ্নস্বরূপ আমরা ব্যাপকতরভাবে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই ফাউণ্ডেশনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।"

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২১শ বর্ষ : ৩০শে জুন : ১৯৬৭ সন : ৪র্থ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরা তৌবা

৫ম রুকু

৩০ ॥ এহুদিগণ বলে উযায়ের আল্লাহ্‌র পুত্র এবং খৃষ্টানজাতি বলে (ঈসা) মসীহ আল্লাহ্‌র পুত্র। উহা তাহাদের নিজেদের মুখের কথা। তাহারা পূর্ববর্ত্তি কাফিরদের কথার সমসদৃশ কথা বলে। আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে ধ্বংস করুন, তাহারা (সত্য পথ ছাড়িয়া) কোথায় ফিরিয়া যাইতেছে।

৩১॥ তাহারা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া তাহাদের আলিম-গণকে এবং দরবেশদিগকে এবং মরিয়মের পুত্র (ঈসা) মসীহকে প্রভু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে অথচ তাহাদিগকে শুধু একমাত্র খোদার এবাদত করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। তাহারা যে (আল্লাহ্‌র) শরীক করে উহা হইতে তিনি পবিত্র।

৩২॥ তাহারা তাহাদের মুখের (ফুতকার) দ্বারা আল্লাহ্‌র আলো (ইসলামকে) নির্বাপিত করিতে চাহিতেছে এবং আল্লাহ্‌ তাঁহার আলোকে পূর্ণ করা ব্যতীত অন্য কিছু গ্রাহ্য করিবেন না যদিও কাফিরগণ উহা পছন্দ করে।

৩৩। তিনিই তাঁহার রসুলকে হেদায়েত (কোরআন) এবং সত্য ধর্ম (ইসলাম) সহ প্রেরন করিয়াছেন যেন যাবতীয় ধর্ম মতবাদের উপর উহাকে জয়যুক্ত করিয়া দেন যদিও অংশী-বাদীগণ (ইহা) না-পছন্দ করে।

৩৪। হে মুমিনগণ নিশ্চয় (ইহুদি ও খৃষ্টানের) অনেক আলিম ও দরবেশ অন্যায়ভাবে জনগণের সম্পদ ভোগ করিয়া থাকে এবং (লোকগণকে) আল্লাহ্‌র পথ হইতে নিবৃত্ত রাখে। যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চিত করিয়া রাখে এবং উহা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না তাহাদিগকে কঠোর বেদনাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও।

৩৫॥ নিশ্চয় যেদিন উহা নরকাগ্নিতে উত্তপ্ত করা হইবে অনন্তর উহা দ্বারা তাহাদের ললাট এবং পার্শ্বদেশ এবং তাহাদের পৃষ্ঠসমূহ চিহ্নিত করা হইবে (তখন তাহাদিগকে বলা হইবে) ইহাই তোমাদের নিজেদের জন্য যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলে। অতএব যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলে এখন তাহার স্বাদ গ্রহণ কর।

৩৬॥ নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট সম্বৎসরে মাসগুলির সংখ্যা যেদিন হইতে তিনি আকাশ সমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন সেই দিন হইতে আল্লাহ্‌র লিপিতে দ্বাদশ মাস নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উহা হইতে চারি মাস সম্মানিত। ইহাই অটল ধর্ম। অতএব তোমরা ঐ মাসগুলির অবমাননা করিয়া নিজেদের প্রতি অত্যাচার করিও না। এবং তোমরা সকলে মিলিয়া মুশরিকদের সহিত সংগ্রাম কর যেভাবে তাহারা সকলে মিলিয়া তোমাদের সহিত সংগ্রাম করে এবং জানিয়া রাখ নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ধর্মপরায়নগণের সঙ্গে থাকেন।

৩৭॥ নিশ্চয় (সম্মানিত মাস সমূহকে) অগ্র পশ্চাৎ করা অবিশ্বাস যুগের একটা পরিবর্দ্ধন। ইহা দ্বারা অবিশ্বাসকারীদিগকে বিভ্রান্ত করা হইয়া থাকে। তাহারা উহা এক বৎসর হালাল গন্য করে এবং অন্য বৎসর হারাম গন্য করে; আল্লাহ্‌ যাহাকে সম্মানিত করিয়াছেন তাহার সংখ্যার সমতা রক্ষার জন্য। এই ভাবেই তাহারা আল্লাহ্‌ যাহাকে হারাম করিয়াছেন তাহাকে হালাল গন্য করে। তাহাদের কার্য সমূহের অশোভনকে তাহাদের নিকট মনোহর করিয়া তুলা হইয়াছে এবং আল্লাহ্‌ (সমাগত নবীর) অস্বীকারী জাতিকে সুপথ প্রদর্শন করেন না। (ক্রমশঃ)

॥ হাদীস্থল মাহদী ॥

আল্লামা জিল্লুর রহমান (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৫নং বিবরণ

মীর্যা সাহেবের হায়েজ ও বাচ্চা হইবার বিবরণ।

بابو الہی بخش صاحب کا یہ
الہام ہے یریدون ان یروا طمثک
بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا
حیض دیکھے یا کسی پلیدی اور
ناپاکی پر اطلاع پائے۔ مگر خدا
تعالی تجھے اپنے انعامات دکھلائیگا
جو متواتر ہونگے اور تجھ میں
حیض نہیں بلکہ بچہ ہو گیا ہے جو
بمنزلہ اطفال اللہ کے ہیں—

উত্তর

পাঠক দেখিতে পাইলেন, মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের মেছোয়া বাজারী রুচি। আমি জিজ্ঞাসা করি, মীর্যা সাহেবের হায়েজের বিবরণ লিখিতে যাইয়া মৌলানা যে এবারত নকল করিয়াছেন এই এবারতের মধ্যে কি মীর্যা সাহেবের হায়েজ হইবার কথা আছে? এই এবারতের মধ্যে ত শত্রু পক্ষের মনোবৃত্তির কথা এই ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, তাহারা তোমার মধ্যে কোন রূপ দোষ ত্রুটি আছে কি-না তাহা তালাস করিয়া বেড়ায়, কোন রকমের নাপাকি তোমার মধ্যে আছে কিনা তাহারা অনুসন্ধান করে, কিন্তু আল্লাহ্ তালার ধারা-বাহিক 'এনাম' ও পুরস্কারের ফলে তোমার মধ্যে কোন রকম দোষ-ত্রুটি ও নাপাকি নাই, বরং তোমার মধ্যে প্রকৃত মানব সন্তানের গুনাবলীর উদ্ভব হইয়াছে যাহাতে তুমি আল্লাহ্-তায়ালার পুত্রস্থানীয় হইয়াছ। মৌলানা রোম বলিয়াছেন

اولیاء اطفال حق اند ای پسر

"আওলীয়াগণ আল্লাহ্ তালার পুত্র।"

উপরোক্ত এবারতের মধ্যে ত শত্রুদের নির্ব্বুদ্ধিতার এবং হেমাকতের দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। হায়েজ শব্দের অর্থ হযরত মসিহে মওউদ (আঃ) 'নাপাকি', 'পলিদি' এবং "খাবাছত" বর্ণনা করিয়া ছন। তথাপি মৌলানা রুহুল আমিনের স্ত্রীলোকের হায়েজ বলিয়া বিদ্রূপ করায় তাঁহার 'হেমাকত' ছাড়া' আর কিছুই প্রমাণ হইতেছে না। তবে হযরত মসিহে মওউদ (আঃ)-এর এলহামে এই শব্দটি কেন ব্যবহার হইল? এস্মে-তাছাওফ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান থাকিলেও মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব তাহা বুঝিতে পারিতেন যে সুফীদের পারিভাষায় এই শব্দটি উপরোক্ত মর্মে ব্যবহার হইয়া থাকে।

তাজকেরাতুল-আওলিয়া কেতাবের ৪৬১ পৃষ্ঠায় হযরত শেখ ফরীদুদ্দীন আত্তার লিখিয়াছেন—

جیسے عورتوں کو حیض آتا ہے
ایسا ہی ارادت کے راستہ میں مریدوں
کو حیض آتا ہے اور مرید کے راستہ
میں جو حیض آتا ہے تو وہ گفتار سے
آتا ہے اور کوئی مرید ایسا بھی
ہوتا ہے کہ وہ حیض میں ہی پڑا رہتا
ہے اور کبھی اس سے پاک نہیں ہوتا۔
اور ایسا آدمی بھی ہوتا ہے کہ اسکو
حیض نہیں آتا۔ ہمیشہ پاکی
میں رہتا ہے

(تذکرۃ الاولیاء در ذکر ابو بکر
واسطی رح ص ۳۲۱)

"মেয়েলোকদের যেমন হায়েজ হয় এই রকম এরাদতের পথে মুরীদদেরও হায়েজ আসে। মুরীদের

পথে যে হায়েজ আসে, তাহা কথাবার্ত্তা হইতে উৎপত্তি হয়। কোন কোন মুরীদ এই রকম হয় যে, সদা-সর্ব্বদা হায়েজের মধ্যেই পড়িয়া থাকে, কখনো ইহা হইতে পাক হয় না। আর এই রকমও কেহ কেহ আছে যে, তাহাদের হায়েজ মোটেই আসে না, সদা-সর্ব্বদাই তাঁহারা পবিত্র থাকেন।"

তফসীরে রূহুল বয়ানে লিখিত আছে –

كما ان للنساء محيضا فى الظاهر هو سبب نقصان ايمانهن لمنعهن من الصلوٰة والصوم فكذالك للرجال محيض فى الباطن وهو سبب نقصان ايمانهم لمنعهم من حقيقة الصلوٰة

"স্ত্রীলোকদের যেমন বাহ্যভাবে হায়েজ হইয়া থাকে এবং ইহা তাহাদের ইমানের ক্ষতির কারণ হয়— তাহাদিগকে নমাজ-রোজা হইতে রহিত রাখে, এই রকম পুরুষেরও আধ্যাত্মিকভাবে হায়েজ হয় এবং এই হায়েজ তাহাদিগকে নমাজ ও রোজার তত্ত্ব হইতে, হকিকত হইতে বঞ্চিত রাখে। (তফসীর রূহুল বয়ান, ১ম জিল্‌দ, ২৩৬ পৃঃ)।

অতএব এই 'হায়েজ' নিয়া ঘাটাঘাটি করাতে মৌলানা রূহুল আমিনের শরাফত, বিদ্যা এবং সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির পরদাও ফাঁক হইয়া গিয়াছে।

৬নং বিবরণ

মীর্যা সাহেবের আল্লাহ্‌তালার বীর্য্য হওয়ার বিবরণ

انت من مائنا وهم من فشل

"তুমি আমার পানি (বীর্য্য) হইতে আর তাহারা শুক হইতে।"

উত্তর

কি রকম পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে মৌলানা রূহুল আমীন সাহেবের তরবীয়ত হইয়াছে তাহা আমাদের জানা নাই, তবে তাহার কথা-বার্ত্তা এবং তাহার রুচির রং দেখিয়া অনেক সময় আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় যে, এই রকম লোকের বকাবকীর জওয়াব দেওয়া কি আমাদের পক্ষে উচিৎ হইয়াছে। কিন্তু আজ মোসলমানদের এইরূপ শোচনীয় অধঃপতনের যুগে, আকাশের তলের সর্ব্ব নিকৃষ্ট জীবের কবলে পড়িয়া হৃত-সর্ব্বস্ব মূক অজ্ঞ জনসাধারণ ধনমানের সঙ্গে অমূল্য রত্ন ইমান হারাইতে বসিয়াছে দেখিয়া এই রকম রুচি সম্পন্ন লোকের জওয়াব দিতেও আমাকে প্রবৃত্ত হইতে হইল। পাঠক দেখিতে পাইলেন মৌলানা রূহুল আমীন সাহেব মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এলহাম ماء শব্দের অর্থ 'বীর্য্য, করিয়াছেন।

রসুলে করিম (সাঃ)-এর নিম্নলিখিত হাদীসে মৌলানা সাহেব ماء শব্দের অর্থ বীর্য্য করিবেন কি?

من فطر صائماً على مذقة لبن او تمرة او شربة من ماء ومن اشبع صائما سقاه الله من حوضى شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة —

এই হাদীসে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-রোজাদারকে ماء দিয়া এফ্‌তার করাইবার সোওয়াবের কথা বলিয়াছেন।

আরবী ভাষার প্রাথমিক শিক্ষার্থী ছেলেরাও জানে যে ماء শব্দের অর্থ পানি; ماء الله অর্থ—আল্লার পানি। কোরআন শরীফে এই শব্দের বহু ব্যবহার আছে।

وجعلنا من الماء كل شيء حى - (انبياء ع ٢)

"প্রত্যেক বস্তু আমি পানি হইতে সৃষ্টি করিয়াছি।" সমস্ত বস্তুই-কি আল্লার বীর্য্য হইতে সৃষ্ট হইয়াছে? সমস্ত পানিই যে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট; সমস্ত পানির প্রকৃত মালিক যে আল্লাহ্‌, ইহাও কি এই মৌলানা নামধারী লোকটিকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

فقلك امكم يا بنى ماء السماء - (مسلم باب فضائل ابراهم)

"এই তোমাদের মা, হে আসমানের পানির পুত্রগণ!' (মুস্‌লিম) এই হাদিসে কি আসমানের পানি অর্থ আসমানের বীর্য্য?

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-স্বয়ং এই এলহামের অর্থ করিয়া দিয়াছেন—

"تو ہمارے پانی سے ہے اور وہ لوگ فشل سے اس جگہ پانی سے مراد ایمان کا پانی استقامت کا پانی تقوی کا پانی وفا کا پانی صدق کا پانی حب اللہ کا پانی ہے جو خدا سے ملتا ہے اور فشل بزدلی کو کہتے ہیں جو شیطان سے آتی اور ہر ایک بے ایمانی اور بدکاری کی جڑ بزدلی اور نامردی ہے"

(انجام آتھم حاشیہ ص ۵۶)

"তুমি আমার পানি হইতে, আর উহারা "ফাশেল" হইতে। এইখানে পানির মর্ম ইমানের পানি, ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্যের পানি, তাকওয়ার পানি, বিশ্বস্ততার পানি, সততার পানি এবং আল্লার মহব্বতের পানি, যাহা খোদা হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং "ফাশেল" ভীরুতাকে বলে, যাহা শয়তান হইতে আসে, আর প্রত্যেক বেইমানি এবং বদকারীর মূল—ভীরুতা এবং না-মরদী।"

(আন্‌জামে-আথাম, ৫৬ পৃঃ)

এত পরিষ্কার বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের এইরূপ লজ্জাকর ধোকা দেওয়া তাঁহার আভ্যন্তরীণ চরিত্রের ফটো ছাড়া আর কিছুই নহে।

৭নং বিবরণ

মীর্যা সাহেবের খোদার বিবী হওয়ার দাবী—

মীর্যা সাহেবের খাস মুরীদ কাজি ইয়ার মোহাম্মাদ লিখিয়াছেন।

উত্তর

কাজি ইয়ার মোহাম্মাদ নামীয় বিকৃত মস্তিষ্ক আহম্মদীয়ত হইতে মুরতাদ ব্যক্তিকে মীর্যা সাহেবের খাস মুরীদ বলা মুছায়লামা কাজ্জাবকে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মুরীদ বলার মত মিথ্যা কথা এবং ধোকা। অতএব কাজি ইয়ার মোহাম্মদের কথা দিয়া হযরত মসিহে মাওউদের বিরুদ্ধে আপত্তি করা প্রকাশ্য ধোকা। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) সম্বন্ধে ইয়ার মোহাম্মদের এই বর্ণনাকে আমরা সম্পূর্ণ মিথ্যা মনে করি।

৮নং বিবরণ

মীর্যা সাহেবের গর্ভস্থিতি হওয়ার দাবী—

مریم کی طرح میسی کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھ حاملہ ٹھیرایا گیا اور آخری مہینے کے بعد جو دس مہینے سے زیادہ نہیں بذریعہ اُس الہام کے مجھ مریم سے عیسی بنایا گیا۔

"মরিয়মের ন্যায় ইসার রুহ আমার মধ্যে ফুৎকার করা হইল। রূপকভাবে আমাকে গর্ভিণী স্থির করা হইল। অবশেষে কয়েক মাসের পর যাহা দশ মাসের অতিরিক্ত নহে এই এলহাম দ্বারা মরিয়ম হইতে ইসাতে পরিণত করা হইল।"

মীর্যা সাহেব মাতা হইলেন, বাঁচ্চা হইলেন, আবার বাঁচ্চার পিতাও হইলেন। ইহা আশ্চর্য্যজনক কথা নহে কি?

উত্তর

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এই জ্ঞানগর্ভ কথা যে প্রকার অশ্লীল ইঙ্গিতসহ মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব পেশ করিয়াছেন তাহা একজন আলেম নামধারীর পক্ষে বড়ই লজ্জার কথা।

"গর্ভ" শব্দ এবং 'মরিয়ম' শব্দ দেখিয়াই মৌলানা সাহেবের হৃদয় অশ্লীল কল্পনায় কলুষিত হইয়া গিয়াছে। অথচ তিনি নিজেই হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এবারতের তরজমা করিতে এই কথা গোপন করিতে পারেন নাই যে, হযরত মসিহে মাওউদ বলিয়াছেন—

استعارہ کے رنگ میں—

অর্থাৎ—রূপকভাবে আমাকে গর্ভিনী স্থির করা হইল।"

সাহিত্যিক মাত্রই অবগত আছেন যে, রূপকভাবে এই রকম ব্যবহার ভাষার মধ্যে মাধুর্য্য, গভীরত্ব ও ব্যাপকত্ব সৃষ্টি করে; কিন্তু অজ্ঞ কাটমোল্লাদিগকে ইহা বুঝাইব কেমন করিয়া।

হযরত নেজামি (রহঃ) সেকেন্দর-নামায় লিখিয়াছেন ঃ-

ضمیر م نہ زن بلکہ آتش زن ست
کہ مریم صفت بکر و آبستن است

হযরত উরফী (রহঃ) বলিয়াছেন ঃ—

مریم من فیض جبریل از مزاج خود گرفت
مریمے را برد باذهن عیسیٰ زائے من

এই দুইটি কবিতায় নেজামি নিজকে মরিয়মের মত কুমারি অবস্থায় গর্ভবতী বলিয়াছেন এবং উরফী নিজকে প্রথমে মরিয়মের মত জিব্রীলি ফয়েজ লাভ করিয়া পরে মরিয়ম হইতে ইসারূপে জাত হইবার দাবী করিয়াছেন। নিজেই মাতা এবং নিজেই বাচ্চা, আবার বাচ্চার পিতাও হইলেন উরফী নিজেই। কোন কাটমুল্লার মাথায় এই কথা ঢুকিবে কি? প্রত্যেক জ্ঞানগর্ভ সাহিত্যিক এই সুন্দর রূপকের ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন। নেজামি এবং উরফীর এই কবিতাদ্বয় নিয়া কোন জ্ঞানগর্ভ শিক্ষিত ব্যক্তিকে মৌলানা রুহুল আমীনের মত এরূপ অশ্লীল বিদ্রূপ করিতে শুনা যায় নাই। বরং নেজামি এবং উরফীর এই কবিতাদ্বয়ের মর্ম অনুসারে তাঁহারা বিনা উস্তাদে স্বভাব কবি বলিয়াই সাহিত্যিকগণের নিকট গৃহীত ও আদৃত হইয়াছেন।

অতএব কবিত্বের মধ্যে যেমন কেহ মরিয়মের মত কোন অন্য মানুষের সংশ্রবে না আসিয়াও জ্ঞানগর্ভে গর্ভবতী হইয়া স্বভাব কবি হইতে পারে এবং কেহ কেহ এরূপ স্বভাব কবি হইতেও উন্নততর অবস্থায় প্রসূত ও পরিণত হইতে পারে, যেমন নেজামী ও উরফী দাবী করিয়াছেন, এরূপ রুহানিয়ত ও আধ্যাত্মিকতার দিক্ দিয়াও কেহ কেহ রূহানিয়তে প্রথম মরিয়মের মরতবা লাভ করিয়া এবং পরে আরও উন্নত অবস্থায় মসিহের মরতবা লাভ করিলে তাহাদিগকে রূপক ভাষায় মরিয়ম হইতে প্রসূত মসিহ বলা অন্যায় হইবে না। এই কথার দিকেই আল্লাহ্‌তা'লা কোরান শরীফে ইঙ্গিত করিয়াছেন ঃ—

ضرب اللہ مثلا للذین امنوا امرءۃ فرعون (الی قولہ تعالی) ومریم ابنۃ عمران التی احصنت فرجها فنفخنا من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین - (سورۃ تحریم)

"আল্লাহ্‌তা'লা মোমেনদের জন্য দৃষ্টান্ত দিয়াছেন ফেরাওনের স্ত্রীকে এবং এমরাণের বেটি মরিয়মকে, যিনি নিজ সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন এবং আমি তাহাতে আমার রূহ ফুৎকার করিয়াছিলাম, এবং তিনি আল্লার বাক্যগুলি ও কিতাবের তছদীক করিলেন, এবং তপস্বিদের অন্তর্গত হইলেন।

এই আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা মোমেনদের জন্য মরিয়মকে আদর্শরূপে পেশ করিয়া মরিয়মের পরবর্ত্তি অবস্থা—মরিয়ম হইতে ইসা উৎপন্ন হওয়ার কথা বলিয়া এই ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, মরিয়মের মত মরতবা লাভ করিতে পারিলে তোমাদের মধ্যেও আর এক উন্নত-তর অবস্থার জন্ম হইয়া তোমরা মরিয়মি মরতবা হইতে ইসার মরতবাতে উন্নীত হইতে পার। এইরূপ রুহানী দ্বিতীয় জন্মের কথা সুফীয়ায়ে-কেরামও বলিয়াছেন। যথা ঃ—

ইমামুত্তায়েফা শেখ ছাহরাওরর্দী রহমতুল্লা বলিয়াছেন :-

يصير المريد جزء الشيخ كما ان الولد جزء الوالد في الولادة الطبيعية وتصير هذه الولادة آنفاً ولادة معنوية كما ورد عن عيسى صلوات الله عليه لن يلج ملكوت السماء من لم يولد مرتين فبالولادة الاولى يصير له ارتباط بعالم الملك وبهذه الولادة يصير له ارتباط بالملكوت قال الله تعالى كذالك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكون من الموقنين ـ وصرف اليقين على الكمال يحصل في هذه الولادة وبهذه الولادة يستحق ميراث الانبياء ومن لم يصله ميراث الانبياء ما ولد وان كان على كمال الفطنة والذكاء —

(عوارف المعارف للامام الطائفة الشيخ السهروردى جلد اول ص ٣٥)

"মুরীদ নিজ পীরের অংশ হইয়া পড়ে। দৈহিক জন্মে পুত্র যেমন পিতার অংশ ঠিক এই রকম। মুরীদের আভ্যন্তরীণ জন্ম হয়। হযরত ইসা (আঃ) বলিয়াছেন, যে-ব্যক্তির দুইবার জন্ম হয় নাই সে স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রথম জন্মে মানুষের এই পৃথিবীর সঙ্গে সম্বন্ধ হয় এবং দ্বিতীয় জন্মে মানুষের সম্বন্ধ হয় স্বর্গীয় রাজ্যের সঙ্গে। কোরানের আয়াত : نرى ابراهيم ملكوت السموات এর এই অর্থ। খাঁটি এবং পূর্ণ বিশ্বাস এই আধ্যাত্মিক জন্মেই লাভ হইয়া থাকে এবং এই জন্মেই মানুষ নবীদের মীরাসের অধিকারী হয়। আর নবীদের মীরাস যাহারা লাভ করিতে না পারে তাহাদের জন্ম হয় নাই, তাহারা যতই কেন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান হউক না কেন।" (আওয়ারেফুল-মারেফ, ১ম জিল্‌দ, ১৫ পৃঃ)।

হযরত ইমামুত্তায়েফা শেখ ছাহরাওরর্দীর বর্ণনায় প্রমাণ হয় যে, নিজের মধ্য হইতেই মানুষের আবার নিজের জন্ম হয়, ইহাকে সুফীগণ রূহানী জন্ম বলেন।

নিজেই বাচ্চা নিজেই মা কেমন করিয়া হইল, এই তত্ত্ব কথায় একজন দুনিয়াদার কাট-মুল্লার মাথা ঘুরিয়া গেলেও আহলে-মারফত এই হকীকতের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন।

বিখ্যাত সুফী হযরত সাহল (রাঃ)-বলিয়াছেন :—

الخوف ذكر والرجاء انثى معناه يتولد حقايق الايمان —

(شرح تعرف ص ٥٧)

'ভয় পুরুষ এবং আশা 'স্ত্রী' অর্থাৎ এই উভয়ের মিশ্রণে ইমানের হকিকতের জন্ম হয়" —فند—

৯নং বিবরণ

মীর্যা সাহেবের প্রসব বেদনা।

پیر مریم کو جو مراد اس کا جز ہے درد زہ تنہ کھجور کی طرف لے آئی

এইরূপ বাতিল মতগুলি দ্বারা কি ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি হইতেছে? এইরূপ কলুষিত রূপক বর্ণনার কি আবশ্যক হইয়াছে?

উত্তর

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব এখানেও ভাল কথার অশ্লীল অর্থ করিয়া নিজের কলুষিত মানসিকতার পরিচয় দিয়াছেন।

کالیاں دیں اور ایک طوفان برپا کیا۔
(کشتئی نوح ص ۴۷)

পাঠক, দেখিতে পাইলেন হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এবারতে আপত্তিকর কোন কথাই নাই।

মানসিক কষ্টের আতিশয্য বুঝাইবার জন্য 'প্রসব বেদনা' শব্দের ব্যবহার ভাষায় খুব দুর্লভ নহে।

গালাতিয় ইঞ্জিলে পল বলিতেছেন, 'তোমরা আমার বৎস, আমি পুনরায় তোমাদিগকে লইয়া প্রসব যন্ত্রনা ভোগ করিতেছি।" (গালাতিয়, ৪র্থ অধ্যায়, ১৯ পদ)।

পাঠক, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কথাগুলিকে বিকৃত করিয়া কিংবা সেগুলির বিকৃত অর্থ করিয়া অশ্লীল আকারে পেশ করা একজন আলেম নামধারীর পক্ষে শোভনীয় হয় নাই। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর মতগুলিকে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব বাতীল বলিয়া প্রমাণ করিবার মত কোন একটি কথাও এই ৫ম খণ্ড পুস্তকে পেশ করিতে পারেন নাই। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর মতগুলিকে বাতিল সাব্যস্ত করিবার জন্য কত প্রকারের জঘন্য মিথ্যা এবং ধোকাবাজিতে এই বইগুলি ভরিয়া দিয়াছেন তাহা হযরত মসিহে মাওউদ-এর আসল কিতাবের সঙ্গে মিলাইয়া আমার এই প্রতিবাদ খানা এবং মৌলানার 'কাদিয়ানী-রদ' পাঠ করিলে পাঠক সম্যক উপলব্ধী করিতে পারিবেন। এইজন্যই মৌলানাগণ লোকদিগকে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর আসল কিতাব পাঠ করিতে নিষেধ করিয়া থাকেন এবং কোন আহমদী আলেমের কাছে আসিতেও নিষেধ করেন, পাছে তাহাদের গুপ্ত রহস্য বাহির হইয়া না পড়ে।

১০নং বিবরণ

فرزند دلبند گرامی ارجمند
مظہر الاول والاخر مظہر الحق والعلاء
کان اللہ نزل من السماء

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-বলিয়াছেন :—

میری دعوت کی مشکلات میں سے ایک رسالت اور وحی الٰہی اور مسیح موعود ہونیکا دعوی تھا۔ اسی کی نسبت میری گھبراہٹ ظاہر کرنیکے لئے یہ الہام ہوا تھا فاجاءہ المخاض الی جذع النخلة قال یالیتنی مت قبل ہذا وکنت نسیا منسیا۔ مخاض سے مراد اس جگہ وہ امور ہیں جن سے خوفناک نتائج پیدا ہوتے ہیں اور جذع النخلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی اولاد مگر صرف نام کے مسلمان ہیں بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ۔ درد انگیز دعوت جس کا نتیجہ قوم کا جانی دشمن ہو جانا تھا اس مامور کو قوم کے لوگوں کی طرف لائے جو کھجور کی خشک شاخ یا جڑ کی مانند ہیں تب اس نے خوف کھا کر کہا کہ کاش میں اس سے پہلے مرجاتا اور بھولا بسرا ہو جاتا (براہین احمدیہ حصہ پنجم ص ۵۳)

এবং কিস্তীয়ে নূহ কিতাবের এবারত এইরূপ :—

پھر مریم کو جو مراد اس عاجز سے ہے دردزہ تنہ کھجور کی طرف لے آئی یعنی عوام الناس جاہلوں اور بے سمجھ علماء سے واسطہ پڑا جن کے پاس ایمان کا پھل نہ تھا جنہوں نے تکفیر وتوہین کی اور

এস্থলে মীর্যা সাহেব নিজের পুত্র সম্বন্ধে লিখিতেছেন, যেন স্বয়ং খোদা আছমান হইতে নামিয়া আসিয়াছেন, ইহাতে মীর্যা সাহেবের খোদার পিতা হইবার দাবী হইল না কি ?

উত্তর

'খোদা যেন আছমান হইতে নামিয়া আসিয়াছেন' এই কথা এবং 'খোদা যেন নিজে আসিয়া আমাকে সাহায্য করিলেন, 'খোদা যেন নিজ হাতে ধরিয়া আমাকে বাঁচাইলেন' এই প্রকারের কথা ভাষাতে অতি বিরল নহে। উপরোক্ত উর্দ্দু এবারতে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) তাঁহার এক পুত্র সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন যে, আল্লাহ্‌তালা তাঁহাকে এত সাহায্য করিবেন যেন আল্লাহ্‌তালা নিজে নামিয়া আসিয়াছেন। এই কথার মধ্যে আপত্তির কি আছে ?

কোরান শরীফে রসুলে করীম (সাঃ) সম্বন্ধেও আল্লাহ্‌তালা বলিয়াছেন ঃ—

ما رميت اذ رميت ولكن الله رمى

"যাহা তুমি নিক্ষেপ করিয়াছ তাহা তুমি নও বরং আল্লাহ্‌ স্বয়ং নিক্ষেপ করিয়াছেন।"

মৌলানা সাহেব এই আয়াতের কি অর্থ করিবেন, তিনি কি রসুল করীম (সাঃ)-কে খোদা বলিবেন ?

৩য় অধ্যায়

হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-এর প্রতি মিথ্যার এলজাম ও তাহার প্রতিবাদ

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব কাদিয়ানী-রদ পুস্তকের ৫ম ভাগের তৃতীয় অধ্যায়ে "মীর্যা সাহেবের মিথ্যা বলার বিবরণ শীর্ষক" প্রবন্ধে কতকগুলি প্রবঞ্চনা মূলক মিথ্যা কথা বলিয়াছেন এবং এই অনর্গল মিথ্যা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কোরান শরীফের لعنة الله على الكاذبين — "মিথ্যা বাদীদের উপর আল্লার লানত" এই পবিত্র বাক্যটিরও উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার উত্তরে আমরা সর্ব্ব-প্রথম 'আমীন' বলিতেছি।

পাঠক দেখিতে পাইলেন, আল্লার 'লানত' মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের উপর কি রকম মূষলধারে বর্ষিত হইয়াছে, এবং কি ভয়াবহ ভাবেই না তিনি আল্লার লানতে গেরেফতার হইয়াছেন। আল্লার লানতে না পড়িলে এত জঘন্য ধরণের মিথ্যা কি কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে ? বস্তুতঃ আল্লার অভিশাপগ্রস্থ ব্যক্তি ছাড়া আর কাহারও পক্ষে মিথ্যার নাজাছতের মধ্যে এত প্রকাশ্য ভাবে নিমজ্জিত হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে না। এই কাদিয়ানী-রদ পুস্তকে মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের যে আভ্যন্তরীন স্বরূপ ও গুপ্ত রহস্য বুদ্ধিমানের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে তাহা কি আল্লাহতালার কম লানতের ফল ?

چوں خدا خواهد کہ پردۂ کس درد
میلش اندر طعنۂ پاکان برد

পাঠক এই কাদিয়ানী-রদ পুস্তকের পূর্ব্ববর্ত্তী অংশে তাহার যে স্বরূপ দেখিয়া আসিয়াছেন অবশিষ্ট অংশেও তাহার আরও কতেক নমুনা দেখুন।

মৌলানার ১নং প্রবঞ্চনা

মীর্যা সাহেব নিজের পুস্তক লেখিতে বহু মিথ্যা কথা যোগ করিয়াছেন এবং নির্ভীক চিত্তে মিথ্যাভাবে আসমানি কিতাবগুলির বরাত দিয়া থাকেন। মীর্যা সাহেবের অনেক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নাই। ভ্রান্তিমূলক ভবিষ্যদ্বাণীগুলির পূর্ণ হইবার দাবী করা প্রথম মিথ্যা, তিনি তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবার সাক্ষীগণের সংখ্যা ৬০ লক্ষ বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি তাঁহার

মুরীদের সংখ্যা ৭০ সহস্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যখন তাঁহার মুরীদগণের সংখ্যা ৭০ সহস্র হইল ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের সাক্ষীর সংখ্যা ৬০ লক্ষ হইবে কিরূপে ?

উত্তর

ইহার উত্তরে সর্ব্বপ্রথম আমি বলিতেছি—

لعنة الله على الكاذبين — آمين

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থ হইতে কোন মিথ্যা মৌলানা প্রমাণ করিতে পারেন নাই, পারিবেনও না। তিনি কোন আসমানি কিতাবের মিথ্যা বরাত দেন নাই। ইহাও মৌলানা সাহেব প্রমাণ করিতে পারেন নাই এবং পারিবেনও না।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে এবং হইতে থাকিবে। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) তাঁহার যে-সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া দাবী করিয়াছেন সেই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে। আল্লার কালাম ও ভবিষ্যদ্বাণী বুঝিবার মত রুহানি শক্তি যাঁহাদের আছে তাঁহারা তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

দুনিয়ার কোন নবীর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া বিরুদ্ধ পক্ষের ভ্রমান্ধ ও স্বার্থান্ধ ধর্ম-যাজকেরা কখনো স্বীকার করে নাই। আমি পূর্বে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিয়াছি, "হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এর সঙ্গে সমসাময়িক মৌলানা মৌলবীগণ বিরুদ্ধাচারণ করিবে এবং তাঁহার সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি বুঝিতে না পারিয়া কাফেরী ফতওয়া দিবে" এই কথা মুজাদ্দীদে আলফে ছানী (রহঃ) তাঁহার মকতুবাতে লিখিয়াছেন। হযরত পীর মহীউদ্দিন ইবনে আরাবী লিখিয়াছেন :—

اذا خرج هذا الامام المهدى
فليس له عدو مبين الا الفقهاء خاصة

"ইমাম মাহদী (আঃ) প্রকাশ হইলে মৌলানা মৌলবীগণই তাঁহার প্রধান শত্রু হইবে।"

(ফতুহাতে-মক্কীয়া)

অতএব মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব প্রমুখ মৌলবীগণ হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইলেও তাহা স্বীকার করিবে কেন ? পাঠক হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলি তাঁহার নিজ গ্রন্থে পাঠ করিলে এই সমস্ত মৌলানাদের ধোকা-বাজির ঠিক স্বরূপ ধরিতে পারিবেন।

এতদ্ব্যতীত মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের পেশ করা কথা দ্বারাও হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলি যে পূর্ণ হইয়াছে তাহাই প্রমাণিত হয়—অবশ্য যাহারা বিবেক ও বিচার বুদ্ধি হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হন নাই তাহাদের কাছে।

মৌলানা রুহুল আমীন সাহেব বলিয়াছেন, মীর্যা সাহেবের যেহেতু ৭০ সহস্র মুরীদ, তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইবার ৬০ লক্ষ সাক্ষী হইল কি করিয়া ?

অন্যায় জিদে মৌলানার নেহায়ত সাধারণ বুদ্ধির বিলোপ সাধন না হইলে এবং দীনদারী ও তাকওয়ার সামান্য কিছু বাকী থাকিলে মৌলানা বুঝিতে পারিতেন যে, ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার ৬০ লক্ষ সাক্ষী হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) কেবল নিজ মুরীদ হইতে পেশ করেন নাই, বরং বিরুদ্ধ পক্ষের যে সমস্ত গয়র-আহমদি, হিন্দু, শীখ, খ্রীষ্টান ইত্যাদির সাক্ষ্যও হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) পেশ করিয়াছেন তাহাদের সমষ্টি ৬০ লক্ষ হইবে।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) 'হকিকাতুলওহি' এবং 'নজোলুল-মসিহ' ইত্যাদি কিতাবে বহু হিন্দু মুসলমান বিপক্ষ লোকের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছেন।

শত্রু পক্ষের লোককে সাক্ষী করিয়া যে কথা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) দুনিয়ার সামনে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাকে মিথ্যা বলা বোকামি বা বেহায়ামি ছাড়া আর কি হইতে পারে ? তিনি যদি শুধু ৭০ সহস্র নিজ ভক্ত মুরীদকেই সাক্ষী করিতেন, তাহা হইলে

মৌলানা সাহেবের মত লোকে আপত্তি করিবার সুযোগ পাইত। ৬০ লক্ষ শত্রু-মিত্র লোকের সাক্ষীকে মৌলানা অবিশ্বাস করিবেন কি করিয়া?

الفضل بما شهدت به الاعداء

মৌলানা মনে করিয়াছেন, যে সমস্ত লোক হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-কে গ্রহণ করেন নাই তাহারা কি আর ভবিষ্যদ্বাণীগুলির সত্য হওয়ার সাক্ষ্য দিবেন?

المرء يقيس على نفسه

মানুষ নিজের মত সকলকেই মনে করে। এরূপ মনে করিয়া মৌলানা সাহেব মস্ত বড় ভুল করিয়াছেন। রসুল করীম (সাঃ) আকাশের নীচে সর্বনিকৃষ্ট জীব সকলকেই বলেন নাই। বিধর্মিদের মধ্যে নৈতিক চরিত্রের দিক দিয়া এমন লোক এখনও বিদ্যমান আছে যাহারা মিথ্যা কথাকে অন্ততঃ ঘৃণা করে।

অতএব ৭০ সহস্র শিষ্য লইয়া ৬০ লক্ষ সাক্ষ্য পেশ করাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলি উজ্জ্বল ও দৃঢ় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

گفتگو ایک رنگ نباشد غافل و ہوشیار را
در نفس باشد تفاوت خفتہ و بیدار را

২নং প্রবঞ্চনা

মীর্যা সাহেব ৩নং আরবাইনে লিখিয়াছেন—

مولوی غلام دستگیر قصوری نے اپنی کتاب میں اور مولوی اسمعیل علی گڑہ والے نے میری نسبت قطعی حکم لگایا ہے کہ اگر وہ کاذب ہے تو ہم سے پہلے مریگا

উক্ত মৌলবী সাহেবদ্বয় নিজের কেতাবে এরূপ লিখেন নাই, ইহা মীর্যা সাহেবের জলন্ত মিথ্যা কথা। কোন মীর্যায়ী ইহার সত্যতা প্রমাণ করিতে পারেন কি?

উত্তর

مشتے کہ بعد از جنگ یاد آید
بر کلۂ خود باید زد

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) নিজের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ পাঞ্জাব ও হিন্দুস্থানের প্রায় ১২৫ জন বিখ্যাত আলেমের নামে নামে সাজ্জাদানশিন পীর সাহেবানদের মোকাবেলায় এস্তেহার পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে মোবাহালার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন; এবং এই আহ্বান "আঞ্জামেআথম" কিতাবেও প্রকাশ করিয়াছেন। (আঞ্জামে আথম ৪৫—৭২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

এই মোবাহালার আহ্বানের মধ্যে তিনি এই পর্যন্ত লিখিয়াছিলেন—

میں یہ بھی شرط کرتا ہوں کہ میری دعا کا اثر صرف اس صورت میں سمجھا جائے کہ جب تمام وہ لوگ جو مباہلہ کے میدان میں بالمقابل آویں ایک سال تک اُن بلاؤں میں سے کسی بلا میں گرفتار ہو جائیں۔ اگر ایک بھی باقی رہا تو میں اپنے تئیں کاذب سمجھونگا اگرچہ وہ ہزار ہوں اور پھر انکے ہاتھ پر توبہ کرونگا اور اگر میں مرگیا تو ایک خبیث کے مرنے سے دنیا میں ٹھنڈ اور آرام ہو جائیگا—

কিন্তু এই মোবাহালার আহ্বান পাঠ করিয়া এবং ময়দানে হাজির হইয়া কেহই মোবাহালা করিতে সাহস করে নাই এবং অধিকাংশ মৌলানা মৌলবী ও সাজ্জাদানশীন পীর একেবারে নীরব থাকে; আর অনেকেই মুবাহেলার প্রকাশ্য ময়দানে উপস্থিত না হওয়ার লজ্জা ঢাকিবার জন্য নানা প্রকার বাহানা করিয়া হযরত

মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে বদ-দোওয়া করিয়া ফেলে, এবং এই ভাবে লিখিত মোবাহালার মধ্যে গেরেপ্তার হইয়া, অল্প দিনের মধ্যেই মারা পড়ে। মৌলবী গোলাম দস্তগীর এবং মৌলবী ইসমাইল আলিগড়ী ঐ সমস্ত লিখিত মোবাহেলাকারীদের অন্যতম।

ঐ সমস্ত মোবাহালাকারীগণ মারা যাওয়ার পরই হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) ঐ সকল লোকের মৃত্যুকে নিজের সত্যতার দলিল স্বরূপ নিজের বিভিন্ন কিতাবাদি দ্বারা প্রকাশ করেন। তখন কিন্তু কেহই মৌলবী ইসমাইল আলীগড়ী এবং মৌলবী গোলাম দস্তগীর সম্বন্ধে এই প্রতিবাদ করে নাই যে মীর্যা সাহেবের এই কথা মিথ্যা। তাই বলিয়াছিলাম,

مشتے کہ بعد از جنگ یاد آید
برکلۂ خود باید زد

"যে ঘুষিটা লড়াইর পরে মনে হয়, সেইট নিজের মাথায়ই মারিয়া ফেলা উচিত।"

সমসাময়িক কেহই যখন মৌলবী ইসমাইল আলীগড়ী ও মৌলবী গোলাম দস্তগীর কসুরীর মোবাহেলার কথা অস্বীকার করে নাই, আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের এই অস্বীকারের কোন মূল্য নাই, বরং সমসাময়িক লোকের কোন প্রতিবাদ না করা হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এই কথার সত্যতার প্রমাণ যে, উক্ত মৌলবীদ্বয় হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর মৃত্যুর দোয়া করিয়া— মোবাহেলা করিয়াই মারা গিয়াছে।

কিন্তু পাঠক শুনিয়া আশ্চর্য হইবেন যে, মৌলবী গোলাম দস্তগীর কসুরীর লিখিত পুস্তিকা ফতেহ-রহমানীর ২ পৃষ্ঠায় এই মোবাহেলার কথা স্বীকার করিয়াছেন :—

مرزا جی نے رسائل اربعہ فقیر کو بھیجکر بشمولیت بہت سے علماء دین متین کے فقیر کو بھی مباہلہ کے واسطے قسمیں دیکر بلایا اور مباہلہ نہ کرنے والوں کو ملعون بنایا
(فتح رحمانی ص ۲)

"মীর্যা সাহেব ৪ খানা পুস্তিকা আমার কাছেও পাঠাইয়াছেন এবং অন্যান্য আলেমদের সামিলে আমাকেও মোবাহালার জন্য কসম দিয়া আহ্বান করিয়াছেন এবং যাহারা মোবাহালা না করিবে তাহাদিগকে লানতি বলিয়াছেন।"

মৌলবী গোলাম দস্তগীর তাঁহার এই কিতাবের ২৬ পৃষ্ঠায় এই ভাবে দোওয়া করিয়া মুবাহেলা করিয়াছে—

اللهم یا ذا الجلال والاکرام یا مالک الملک جیسا کہ تو نے حضرت محمد طاہر مؤلف مجمع البحار الانوار کی دعا اور سعی سے اس مہدی کاذب اور جعلی مسیح کا بیڑا غارت کیا تھا ایسا ہی دعا والتجا اس فقیر قصوری کان اللہ لہ سے جو سچے دل سے تیرے دین متین کی تائید میں حتی الوسع ساعی ہے مرزا قادیانی اور اسکے حواریوں کو توبہ نصوح کی توفیق رفیق فرما اگر یہ مقدر نہیں تو انکو مورد اس آیت فرقانی کا بنا فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین۔ انک علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ جدیر۔ آمین
(فتح رحمانی ص ۲۷۔۲۶)

পাঠক দেখিতে পাইলেন, মৌলবী গোলাম দস্তগীর কছুরী উল্লিখিত নিজ কেতাবে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর সঙ্গে মোবাহালা স্বীকার করিয়াও প্রকাশ্য ময়দানে উপস্থিত না হইয়া লিখিত মোবাহেলা করিয়াছিল; এবং ইহা পাবলিশও করিয়াছিল; এবং

এখন পর্য্যন্ত এই কিতাবখানা কোন কোন লোকের কাছে বিদ্যমান আছে; অথচ মৌলানা রুহুল আমীন সাহেবের এত বড় প্রকাশ্য কথা অস্বীকার করিতে জিহ্বায় একটুও জড়তা আসিল না—এবং তিনি একটুও চিন্তা করিলেন না যে, কেহ যদি এই কিতাব দেখাইয়া দেয়, তাহা হইলে তিনি কি জাওয়াব দিবেন। তিনি হয় ত মনে করিয়াছেন যে, এত দিন পূর্ব্বের এই সাময়ীক ঝগড়া সম্বলিত ছোট কেতাব কি আর পাওয়া যাইবে?

چہ دلاور است دزدے کہ بکف
چراغ دارد

পাঠক মৌলবী গোলাম দস্তগীর কছুরীর এবারত দেখিতে পাইলেন এখন মৌলবী ইসমাইল আলীগড়ী সম্বন্ধে শুনুন। মৌলবী ইসমাইল আলীগড়ীও মোবাহেলার কিতাব লিখিয়া প্রেসে ছাপাইতেছিলেন, এমন অবস্থায় মৌলবী ইসমাইল আলীগড়ী মোবাহালার তাছিরে আল্লার আজাবে পড়িয়া মারা যান। ইহা দেখিয়া ঐ কিতাবখানা অর্দ্ধমুদ্রিত অবস্থায় প্রেসের মধ্যেই নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। হযরত মুন্সি আবদুল্লাহ্ ছাহেব সান্নোরী এ সম্বন্ধে চাক্ষুস সাক্ষ্য বর্ণনা করিয়াছেন।

মৌলবী ইসমাইল আলীগড়ীর মোবাহালার কেতাব প্রেসে দেওয়া এবং মুদ্রিত হইতে থাকা কালীন তাহার মৃত্যুর সংবাদ পাইয়াই হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) মৌলবী ইসমাইল আলিগড়ীর মোবাহেলার ফলে মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করিয়া দেন। কিন্তু তখন কোন মৌলবী বা মৌলানাই এই মোবাহেলা অস্বীকার করিতে সাহস করে নাই। অতএব প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের ইহাকে মিথ্যা বলার কোন অধিকার নাই? ইহা দ্বারা মৌলানা রুহুল আমিনেরই মিথ্যা প্রমাণ হয়।

৩নং প্রবঞ্চনা

তিনি হকিকাতুল ওহির ২৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

یہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ
آنحضرت صلعم کے بعد کوئی ایسا
نبی آنے والا ہے کہ جب لوگ نماز
کے لئے مساجد کیطرف دوڑینگے تو
وہ کلیسیا کی طرف بھاگتا ہوگا ۔ الخ

এই এবারতের সমস্ত কথাই মিথ্যা। মীর্যা সাহেব কোন্ কিতাব হইতে উপরোক্ত কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, হযরত ইসা (আঃ) মদ পান করিবেন ও শুকর ভক্ষণ করিবেন, মীর্যায়ীগণ ইহার কোন প্রমাণ দিতে পারিবেন কি?

উত্তর

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এবারতের অর্দ্ধেকটা পেশ করিয়া উল্টা মর্ম্ম বয়ান করিয়া মৌলানা রুহুল আমীন এখানেও ধোকা দিয়াছেন। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর আসল এবারত এইরূপ—

کسی حدیث صحیح سے اس بات
کا پتہ نہیں ملے گا کہ آنحضرت صلعم
کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے
جو اُمتی نہیں ہے یعنی آپکی پیروی
سے فیضیاب نہیں اور اسی جگہ سے
اُن لوگوں کی غلطی ثابت ہوتی
ہے جو خواہ نخواہ حضرت عیسی
کو دوبارہ دنیا میں لاتے ہیں اور
وہ حقیقت جو الیاس نبی کے دوبارہ
آنیکی تھی جو خود حضرت عیسی
کے بیان سے کھل گئی ۔ اس سے کچھ
عبرت نہیں پکڑتے بلکہ جس آنے
والے مسیح موعود کا حدیثوں سے

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) প্রমাণ করিলেন যে, ইস্রায়ীলি উম্মতের মসিহ যেহেতু অন্য শরিয়তের নবী এবং স্বাধীন নবী, তিনি রসুল করীম (সাঃ)-এর তাবেদারী করিয়া নবুওয়ত প্রাপ্ত হন নাই, অতএব তিনি শরীয়তে মোহাম্মদীয়ার অধীন হইয়া আমল করিতে পারেন না। আর বর্ত্তমান খ্রীষ্টানী শরীয়ত অনুযায়ী আমল করাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, কেননা ইহা বিকৃত হইয়া গিয়াছে—শরাব, শুকর ইত্যাদি হারাম জিনিষকে খ্রীষ্টানগণ হালাল করিয়া নিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি সহী ইস্রাইলী শরীয়ত অনুসারেও আমল করিতে পারেন না, কেননা, তাহা মনসুখ হইয়া গিয়াছে। নিজের নবুওয়ত হইতে বরখাস্ত হইয়াও অন্য নবীর উম্মতে আসিতে পারেন না এবং নিজের নবুওয়তে স্থাপিত থাকিয়াও আসিতে পারেন না অতএব ইস্রায়িলী মসিহর এই উম্মতে আসা অসম্ভব।

হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর কথাকে মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব যেভাবে বিকৃত করিয়া পেশ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া ইহুদীরাও লজ্জায় মাথা হেট করিয়া ফেলিবে।

৪নং প্রবঞ্চনা

মীর্যা সাহেব 'জঙ্গে-মুকাদ্দসে' লিখিয়াছেন—'আৎমকে ১৫ মাস পর্য্যন্ত হাবিয়াতে নিক্ষেপ করা হইবে, তাহার উপর কঠিন লাঞ্ছনা উপস্থিত হইবে যদি সে সত্যের দিকে রুজু না করে।

আর কিস্তিয়ে নূহে লিখিয়াছেন—

"ভবিষ্যদ্বাণীর বিবরণ এই ছিল, যে-ব্যক্তি নিজের আকীদার হিসাবে মিথ্যাবাদী, সে প্রথমে মরিবে।"

মিষ্টার আথম ১৫ মাসের মধ্যে মৃত্যু প্রাপ্ত হন নাই এবং মীর্যা সাহেবের ভবিষদ্বাণী বিফল হইয়াছে, এই লজ্জা নিবারণের জন্য ১৫ মাসের মধ্যে মরিবে স্থলে প্রথমে মরিবে লেখা হইয়াছে, ইহা জলন্ত মিথ্যা কথা নহে কি?

پتہ لگتا ہے اُسکا اُنہیں حدیثوں میں یہ نشان دیا گیا ہے کہ وہ نبی ہوگا اور اُمتی بھی مگر کیا مریم کا بیٹا اُمتی ہو سکتا ہے؟ کون ثابت کریگا کہ اس نے براہ راست نہیں بلکہ آنحضرت صلعم کی پیروی سے درجۂ نبوت پایا تھا؟ ھذا ھوالحق وان تولوا نقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتھل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اور ہزار کوشش کیجائے اور تاویل کی جائے یہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ آنحضرت صلعم کے بعد کوئی ایسا نبی آنے والا ہے کہ جب لوگ نماز کے لئے مساجد کیطرف دوڑیں گے تو وہ کیسیا کیطرف بھاگے گا اور جب لوگ قرآن شریف پڑھینگے تو وہ انجیل کھول بیٹھے گا اور جب لوگ عبادت کے وقت بیت اللہ کیطرف منہ کرینگے تو وہ بیت المقدس کی طرف متوجہ ہوگا اور شراب پئے گا اور سور کا گوشت کھائیگا اور اسلام کے حلال و حرام کا کچھ پروا نہیں رکھے گا —

পাঠক দেখিতে পাইলেন হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) কি বলিয়াছেন এবং মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এই কথাকে কি মর্মে পেশ করিয়াছেন।

من چہ می سرایم وتمبورۂ من چہ می سرائد

لا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول

অতএব মিষ্টার আবদুল্লা আথম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী যাহা জঙ্গে-মুকাদ্দসে এবং হকিকাতুল-ওহিতে এবং কিস্তিয়ে-নূহে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে পরস্পর বিরোধ নাই, বরং এই বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্ন দিক্ দিয়া ভবিষ্যদ্বাণীর গুরুত্ব আরও বাড়িয়া গিয়াছে, এক ভবিষ্যদ্বাণীর উপলক্ষে দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণিত হইয়াছে। যথা :—

(১) সত্যের দিকে রুজু না করিলে ১৫ মাসের মধ্যে আথম মরিবে।

(২) আথমের মৃত্যু পর্য্যন্ত হযরত মসিহ মাওউদ (আঃ)-স্বয়ং জীবিত থাকিবেন।

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব জন-সাধারণকে ধোকা দিয়া বোকা বানাইবার জন্য বলিতেছেন, মীর্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী বিফল হইয়াছে। কিন্তু পাদরী আথমের ঘটনা এবং হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার নিজ গ্রন্থে পাঠ করিলে যাহাদের মাথায় একটুও বুদ্ধি আছে তাহারা বুঝিতে পারিবেন যে, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়াছে।

মৌলানা রুহুল আমিন সাহেব এই কথা স্বীকার করিতেছেন যে, হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) ১৫ মাসের মধ্যে আথমের মরিবার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন; সে যদি সত্যের দিকে রুজু না করে এই সর্ত্তে। অতএব সত্যের দিকে রুজু করার ফলে যদি ১৫ মাসের মধ্যে না মরে তাহা হইলে ভবিষ্যদ্বাণীকে কোন বুদ্ধিমান মিথ্যা বলিতে পারে না।

পাদরী আথমের সঙ্গেও এই ঘটনাই ঘটিয়াছে। হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) যখন মোবাহাসার পর আথমের সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন যে, আথমকে ১৫ মাস পর্য্যন্ত হাবিয়াতে নিক্ষেপ করা হইবে এবং

উত্তর

১৫ মাসের মধ্যে মরিবে, আর যে মিথ্যাবাদী সে প্রথম মরিবে, এই দুইটা কথাকে মৌলানা সাহেব পরস্পর বিপরীত বুঝিতেছেন; এইরূপ বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। অন্যায় জিদ মৌলানাকে এরূপ অন্ধ করিয়া দিয়াছে যে, এই সহজ কথাটাও মৌলানার মাথায় ঢুকিতেছে না। ১৫ মাসের মধ্যে মরিবে সত্য হইয়াও পাদরী আথম হযরত মসিহে মাওউদের পূর্বে মরিবে সত্য হইতে পারে। ১৫ মাসের মধ্যে মরিবে কথাটা মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর পূর্বে মরিবে কথার বিপরীত নয়। দুইটা কথাই এক সঙ্গে সত্য হইতে পারে। অধিকন্তু ইহাতে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী এমনভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লার তরফ হইতে জ্ঞান না পাইলে এই রকমভাবে ভবিষ্যতের কথা সর্ত করিয়া বলা মানব বুদ্ধির অতীত।

কোন মানুষ নিজের বুদ্ধি ও জ্ঞানের সাহায্যে হয়ত বলিয়া ফেলিবে যে, অমুক ব্যক্তি এত দিনের বেশী বাঁচিতে পারে না বা এতদিনের মধ্যে মরিবে, কিন্তু মানুষের জ্ঞান এই কথা কেমন করিয়া বলিবে যে সত্যের দিকে যদি সে প্রত্যাবর্ত্তন না করে তাহা হইলে এতদিনের মধ্যে মরিবে, আর যদি সত্যের দিকে রুজু করে তবে এত দিনে মরিবে না।

দুনিয়ার কোন জ্ঞান ও বিজ্ঞান এইরূপ সর্ত করিয়া মরা এবং না মরার দুইটা দিকের কথা বলিতে পারে না। তারপর চিন্তা করিবার বিষয়, একজন মানুষ কোনরূপ পার্থিব জ্ঞানের বলে অন্ধকারে ঢিল ছুড়ার মত যদি বলেও যে, অমুক ব্যক্তি এতদিন পর্য্যন্ত মরিবে, কিন্তু নিজের মৃত্যুর কথা কেমন করিয়া বলিবে যে, অমুকের না মরা পর্য্যন্ত আমি মরিব না। যদি কেহ এই রকম বলিতে পারে এবং ইহা সত্য হয় তাহা হইলে কোন ঈমানদার মানুষ, যাহার হৃদয়ে একটুও খোদার ভয় আছে, সে স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে যে, এমন খবর স্বয়ং আল্লা ছাড়া আর কেহই দিতে পারে না—

তাহার উপর কঠিন লাঞ্ছনা উপস্থিত হইবে যদি সে সত্যের দিকে রুজূ না করে" ; তখন এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনার পর হইতে আথম ইসলাম ও হযরত মোহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে গালি-গালাজ করার ও দুর্ণাম রটনা করিয়া লিখনি চালনা করার চির অভ্যাস হইতে প্রত্যাবর্ত্তন অর্থাৎ রুজূ করে, এবং ফলে ১৫ মাস পর্য্যন্ত মরিয়া যাওয়া হইতে অব্যাহতি পায়, পরে যখন মৌলানা রুহুল আমিন সাহেবের মত এক দল বিরুদ্ধবাদী মৌলানার দল চেঁচামেচি করিতে আরম্ভ করিল যে, আথম ১৫ মাসের মধ্যে মরে নাই, তখন হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া পুনঃ এই ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন—

مسٹر آتھم اگر قسم کھا ویں کہ
انہوں نے رجوع الی الحق نہیں کیا
تو ہزار (پھر لکھا) کہ چار ہزار
روپیہ انعام ملیگا

"মিষ্টার আথম যদি কসম খাইয়া বলে যে, সে সত্যের দিকে রুজূ করে নাই, তাহা হইলে দুই হাজার টাকা, পরে লিখিয়াছেন ৪ হাজার টাকা পুরস্কার পাইবে।" কিন্তু আথম কিছুতেই কসম খাইতে রাজি হইল না, পরে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ) বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন—

اب اگر آتھم قسم کھا لیویں تو وہ
ایک سال قطعی اور یقینی ہے جسکے
ساتھ کوئی شرط نہیں تقدیر مبرم
ہے اور اگر قسم نہ کھا ویں تو پھر
بھی خدا تعالی ایسے مجرم کو
بے سزا نہیں چھوڑیگا جس نے حق
کا اخفا کرکے دنیا کو دھوکہ دینا چاہا
اور وہ دن دور نہیں نزدیک ہے
(اشتہار انعامی چار ہزار
روپے ص ١١)

"এখন যদি আথম কসম খায়, তবে এক বৎসরের মধ্যে সে নিশ্চিত ভাবে মরিয়া যাইবে ইহাতে কোন সর্ত নাই, ইহা অটল অদৃষ্ট। আর যদি সে কসম না না খায় তবুও আল্লাহতালা এই রকম পাপীকে ছাড়িবে না যে সত্য গোপন করিয়া জনসাধারণকে ধোকা দিতে চায়, সেই দিন খুবই নিকটে, দূর নহে।" অতঃপর হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সে এক বৎসরের মধ্যেই মরিয়া যায়, আর হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা জগৎময় রাষ্ট্র হয়।

আথম সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী যে বিভিন্ন দিক দিয়া পূর্ণ হইয়াছে তাহা কোন ইমানদার ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারে না। ১ম ভবিষ্যদ্বাণীর পর সত্যের দিকে রুজূ করিয়া মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাওয়াতে ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। আবার সত্যের দিকে রুজূ করিয়া যে, সে মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে, এই সত্য সাক্ষ্য গোপন করার অপরাধে হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে সে এক বৎসরের মধ্যেই মরিয়া গিয়াছে। এইহেতু খ্রীষ্টান জগতে এক হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল। তারপর হযরত মসিহে মাওউদ (আঃ)-এর আথমের মৃত্যু পর্যন্ত জীবিত থাকাতেও ভবিষ্যদ্বাণীর আর এক দিক পূর্ণ হইয়াছে। এস্থলে আর একটা কথা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যে ১৫ মাসের মধ্যে আথম ইসলামের বিরুদ্ধবাদিতা হইতে রুজূ করিয়াছিল সেই ১৫ মাস সম্বন্ধে আথম নিজে স্বীকার করিয়াছে যে, বড় বড় অজগর সর্প যেন আথমকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, সবুজ পোষাকধারী আথমকে আক্রমণ করিয়াছে, ইত্যাদি অলৌকিক নিদর্শন দেখিয়া সে ভীত হইয়াছিল। (আঞ্জাম আথম জিয়াউল হক দ্রষ্টব্য)। সত্যের দিকে সে কতক রুজূ করিয়াছিল বলিয়া মৃত্যু হইতে অব্যাহতি পাইলেও লাঞ্ছনা হইতে অব্যাহতি পায় নাই।

বস্তুতঃ আথম সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী যে বিভিন্ন দিক দিয়া পূর্ণ হইয়া ক্রুশ ধ্বংস ও ইসলামের বিজয় ঘোষণা করিয়াছে এই সত্যকে গোপন করিবার শত চেষ্টা করিলেও তাহা গোপন থাকিবার নয়, গোপন থাকিবে না।

يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم
والله متم نوره ولو كره الكافرون ○

(ক্রমশঃ)

★

ঃ নিজে পড়ুন এবং অপরকে পড়িতে দিন ঃ

The Holy Quran.		Rs. 16·50
Our Teachings—	Hazrat Ahmed (P.)	Rs. 0·62
The Teachings of Islam	,,	Rs. 2·00
Psalms of Ahmed	,,	Rs. 10·00
What is Ahmadiyat ?	Hazrat Mosleh Maood (R)	Rs. 1·00
Ahmadiya Movement	,,	Rs. 1·75
The Introduction to the Study of the Holy Quran	,,	Rs. 8·00
The Ahmadiyat or true Islam	,,	Rs. 8·00
Invitation to Ahmadiyat	,,	Rs. 8·00
The life of Muhammad (P. B.)	,,	Rs. 8·00
The truth about the split	,,	Rs. 3·00
The Economic structure of Islamic Society	,,	Rs. 2·50
Some Hidden Pearls.	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Rs. 1·75
Islam and Communism	,,	Rs. 0·62
Forty Gems of Beauty.	,,	Rs. 2·50
The Preaching of Islam.	Mirza Mubarak Ahmed	Rs. 0·50
ধর্মের নামে রক্তপাত ঃ	মীর্যা তাহের আহ্‌মদ	Rs. 2·00
Where did Jesus die ?	J. D. Shams (R)	Rs. 2·00
ইসলামেই নবুয়াত ঃ	মৌলবী মোহাম্মাদ	Rs. 0·50
ওফাতে ঈসা ঃ	,,	Rs 0·50
খাতামান নাবীঈন ঃ	মুহাম্মাদ আবদুল হাফীজ	Rs. 2·00
মোসলেহ্ মওউদ ঃ	মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	Rs. 0·38

উক্ত পুস্তক সমূহ ছাড়াও বিনামূল্যে দেওয়ার বহু পুস্তক পুস্তিকা মজুদ আছে।

প্রাপ্তিস্থান
জেনারেল সেক্রেটারী
আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া
৪নং বকসিবাজার রোড, ঢাকা—১

খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য জাতির নিকট ইসলাম প্রচার করিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)	লিখক—আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
২।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,, ,,
৩।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম	,, ,,
৪।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	,, ,,
৫।	হোশান্না	,, ,,
৬।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	,, ,,
৭।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	,, ,,
৮।	খতমে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	,, ,,
৯।	বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ	,, ,,
১০।	বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস	,, ,,

উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠান

প্রাপ্তিস্থান

এ. টি. চৌধুরী

কাছ্‌রে ছলীব পাবলিকেশন্স

২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca — 1

Phone No. 83635

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.